Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Qualified Prescriber
Length of the interview/discussion: 33:43 min
ID: IDI_AMR209_SLM_QP_Privt_R_29 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	53	MBBS	Qualified Practitioner (Private)	Human	27 Years	Banglai	

প্রশ্নকর্তা: আসসালামুআলাইকুম । আমি হচ্ছি এস.এম. এস। আমি ঢাকা আই.সি.ডি.ডি.আর.বি মহাখালি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি । আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি যেখানে আমরা বুঝার চেষ্টা করছি যে মানুষ এবং বাসা বাড়ি সমূহে পশু-পাখি যখন অসুস্থ হয় তখন তারা কি করে ? পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায়? এবং এই অসুস্থতা সমূহের জন্য তারা এন্টিবায়োটিক খায় কিনা? এবং আপনাদের কাছে যখন তারা আরো জানতে চাই যে এন্টিবায়োটিকের সেবন বিষয়ে আপনারা কি কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন ? তো আপনার এই যে তথ্য আমরা নিব তা শুধু মাত্র গবেষনার কাজেই ব্যবহার করা হবে , এবং সম্পূর্ণ গোপনীয় ভাবে এটা আই.সি.ডি.ডি.আর.বি., তে সংরক্ষন করা হবে । তো কেমন আছেন দাদা?

উওরদাতা: হ্যাঁ ভালোআছি।

প্রশ্নকর্তা: তো আমরা কি শুরু করবো দাদা?

উওরদাতা: হ্যাঁ শুরু করেন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ধন্যবাদ । আচ্ছা । তো আপনি কি মনে করেন যে সময়ের সাথে সাথে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে ?

উওরদাতা: হ্যাঁ সময়ের সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে । কমে যাচ্ছে না ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনার কি মনে হয় কি জন্য?

উওরদাতা: বৃদ্ধি পাচ্ছে মনে হচ্ছে একটা হল কি আপনের এখন যে লোক সংখ্যা বাড়ছে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: লোকসংখ্যা যেহেতু বাড়তেছে সাথে সাথে ইনফেকশন ডিজিজ যেগুলা সেগুলাও বেড়ে যাচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এটার কারনে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর একটা কারন যেটা বলি আর একটা কারন এখানে এন্টিবায়োটিক কিছুটা মিস ইউজ হচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা কেমন? কিভাবে এটা একটু যদি খুলে বলেন ?

উওরদাতা: এটা ইমপোরটেন্ট । এটা হল যে বিশেষ করে আমাদের দেশে অনেকে মানে জ্বর বা মানে কোনো জ্বর হল বা কাশি হল বা এরকম কিছু হইলেই তারা ঔষুধের দোকান থেকে এন্টিবায়োটিক কিনে খায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আচ্ছা ।

উওরদাতা: উই দাউট ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এবং অনেক খানে বিশেষ করে গ্রাম লেভেলে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: যারা প্রেকটিস করে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: মানে ইয়ে ডাক্তার ছাড়া এম.বি.এস., ডাক্তার ছাড়া অনেকে প্রেকটিস করে তারা অনেকে এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন নাই তাও সেখানে এন্টিবায়োটিক লিখেন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এই জন্যই এন্টিবায়োটিক ইনক্রিজ হচ্ছে

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ঠিক আছে । কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক সচারচর আপনি বেশী লিখে থাকেন প্রেসক্রাইব করে থাকেন ?

উওরদাতা: আমি সাধারনত সিপ্রোসিন গ্রুপ ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: এই গ্রুপে তো অনেক আছে।

প্রশ্নকর্তা: জি । একটু যদি আর একটু খুলে বলেন মানে ঐগ্রুপের ?

উওরদাতা: সেফিক্সিম টা ।

প্রশ্নকর্তা: সেফিক্সিমটা।

উওরদাতা: এই সেফিক্সিম যেটা এটা আমি বেশী উইজ করি । বিকজ , ইট কভার একটা এন্টিবায়োটিত অনেক কিছু কভার করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: যেমন এটা আপনার টাইফয়েড এর ও কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: ডোজ ডিফারেন্স আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: ইউ.টি.আই., কাজ করে, আর.টি.আই., কাজ করে । এই জন্য এটা ইউজ করি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এটার পাশাপাশি আর কোনোটা?যদি আমি সেকেন্ডটা বা থার্ড ওয়ান জানতে চাই ?

উওরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: পর্যায় কর্মে যদি একটু কয়েকটা বলেন ।

উওরদাতা: সেকেন্ড আমরা ব্যবহার করি যেটা সেটা হল সেপ্রোক্সিম গ্রুপ । এটাও আমরা ব্যবহার করি এটার পাশাপাশি সেফিকক্সিম তারপর সেপ্রোক্সিম গ্রুপ ব্যবহার করি । তারপর আর একটা আছে আপনার ত্রমোক্সাসিলিন প্লাস ফ্লাভিয়ানিকএসিড ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এটা আমরা ব্যবহার করি ।

প্রশ্নকর্তা: এই যে তিনটা বললেন এছাড়া কি আর কোনোটা ব্যবহার করেন?

উওরদাতা: আর আরওতো করি আমরা সিপ্রোফ্লক্সাসিন । এটা করি এটা কম করি , এটা সাধারনত ডাইরিয়া বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে এপিনডিসাইটস এই ক্ষেত্রে এইটা ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিক লেখা আপনি যে প্রেসক্রাইব করেন , লেখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা বা চেলেঞ্জ কোনো সময় ফেস করছেন লিখতে গিয়ে মানে একটু সমস্যা হচ্ছে যে আমি কোনটা দিবো বা কি দিবো?

উওরদাতা: না আসলে এরকম কোনো সমস্যা ফিল করি না , আমি প্রথমেই রোগীর ডাইগোনিস করি । বুঝতে পারছেন ? প্রোপার ডাইজেস্ট করি । তার নিউমোনিয়া হল তাকে ডাইগোনিস করার পরে ঔষুধ দেই । তাহলে কনফিউশন হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: নিউমনিয়া হল তার জন্য একটা আলাদা ডোজ আছে, কোন ড্রাগটা নিউমোনিয়ায় ভালো কাজ করবে ? ঐযে বললাম এমোক্সাসিলিন প্লাসফ্লাভিয়ানিকএসিড নিউমোনিয়াতে ভালো কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: ধরেন ইউ.টি.আই এর জন্য কোন ড্রাগ ইউজ করবো ? অথবা তার আর.টি.আই হল তার জন্য কোনটা ? যেহেতু আমি এভাবে স্পেসিফিক ডাইগোনিস করি তাই আমার প্রেসক্রাইব নিয়ে প্রবলেম হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে আপনি এন্টিবায়োটিক কত মাত্রায় বা ডোজ কতদিন খেতে হবে এর সাইড এফেক্ট বা রেজিসটেন্স সম্পর্কে বলে থাকেন? যখন এন্টিবায়োটিকটা দিচ্ছেন রোগীকে কিংবা প্রেসক্রাইব করছেন ?

উওরদাতা: হ্যা এটা একদম খুবই ইমপরটেন্ট কোস্চেন । মানে প্রপার ডোজটা খুবই ইমপরটেন্ট । আমরা যখন এন্টিবায়োটিকটা লেখি , কিছু এন্টিবায়োটিক আছে দুইবার খেতে হয় , কিছু তিনবার দিতে হয় । কিছু এন্টিবায়োটিক একবার ও দিতে হয় । আমি ঐভাবেই দেই । কয়বার দিতে হবে এবং কতদিন খেতে হবে কোনোটা সাতদিন কোনটা দশদিন, চোদ্দদিন ঐগুলো আমি উল্লেখ করে দেই । মানে স্পষ্ট লেখে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: প্রেসক্রিপশনে ?

উওরদাতা: হ্যা । কয় ঘন্টা পর পর খেতে হবে ? ছয় ঘন্ট পর পর না আট ঘন্টা পর পর না বার ঘন্টা পরপর না একবার ?কিছু এন্টিবায়োটিক আছে যেটা একবার মানে ওয়ান্স ডেইলি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

(০৫:০৮)

উওরদাতা: চব্বিশ ঘন্টায় একবার দিলে চলে । এটা আমরা ইউজ করি । সেখানেজিজ্ঞাসা করলেন রেজিসটেন্স এর ক্ষেত্রে কিছু বলি দেই কিনা?

প্রশ্নকর্তা: জি ?

উওরদাতা: আসলে রোগীরাতো রেজিসটেন্সির ব্যপারে বলে সেরকম কিছু বুঝবে না তো আমরা এটা বুঝি যে কোন ঔষুধটা , যেমন যেটা বললাম সিপ্রোফ্লক্সাসিন । এই ড্রাগটা এখন রেজিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে । এই ড্রাগটা আগে খুব চলতো ।

প্রশ্নকর্তা: এটা কিভাবে বুঝছেন ? বা অনুমান করছেন এইটা?

উওরদাতা: এটা বুঝছি এই সিপ্রোফ্লক্সাসিন যখন আমি একটা পেসেন্টকে দেই, দিয়ে তাকে হয়তো আবার আসতে বললাম দেখা গেল যে তার জ্বর ও কমে নাই প্রেসক্রাইব করে দেখলাম যে তার ইফেক্টটা রয়ে গেছে ।তখন আমরা বুঝি যে কাজ করতেছে না ।

প্রশ্নকর্তা: সেক্ষেত্রে কি করেন?

উওরদাতা: সেক্ষেত্রে আমরা তখন ঐটা সিফ্ট করে অন্যটায় দেই । হ্যা এই ভাবে বুঝতে পারছি যে সিপ্রোফ্লাক্সাসিন এটা আস্তে আস্তে দেশে অনেক বেড়ে যাচ্ছে । আমাদের দেশে । এটা তার মানে এটার মিস্ ইউজ হচ্ছে আমরা যতো ততো ভাবে এটা সবাই কিনে কিনে খায় তাই এটার মিস ইউজ হচ্ছে । এভাবেই বুঝতে পারি । আমি ঐভাবেই দেই যাতে ঐটার রেজিসটেন্স না থাকে । ঐটা কোন রোগের জন্য কোন এন্টিবায়োটিক প্রপার ঐভাবেই দেই।

প্রশ্নকর্তা: আর সাইড এফেক্ট নিয়ে কিছু বলেন যে এখন একটা এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করলেন এটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ?

উওরদাতা: সাইড এফেক্ট নিয়ে বলি ।

প্রশ্নকর্তা: কি বলেন ?

উওরদাতা: যেমন অনেক সময় এন্টিবায়োটিক খেলে শরীরে রেস্ হতে পারে, বমিও লাগতে পারে । এটা এরকম বলি । এটা ইমপরটেন্ট একটা ব্যাপার ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনি কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব বরেন একটু আগে বলছিলেন আমাকে যদি একটু ধারাভাবিক ভাবে কাইন্ডলি আবার বলেন যে কোনটা কোনটা আর যদি একটু জেনারেশন গুলা বলেন? যে প্রথম যেটা ফাস্ট জেনারেশন , সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন এবং ফোর্থ জেনারেশন যে গ্রুপ এন্টিবায়োটিকের নাম এবং এটা কোন জেনারেশন এভাবে যদি একটু পর্যায় ক্রমে একটু বলেন?

উওরদাতা: যেমন আমরা যেটা ব্যবহার করি সেফিকক্সিম যেটা আছে সেটা হবে সেকেন্ড জেনারেশন ।

প্রশ্নকর্তা: সেকেন্ড জেনারেশন ? আচ্ছা ।

উওরদাতা: মানে এগুলো মোস্ট প্রোবাবলি, মেক্সিমামই সেকেন্ড জেনারেশন । যেগুলা ইউজ করতেছি ।

প্রশ্নকর্তা: কাইন্ডলি একটু আর একবার বলেন চারটার কথা বলরেনতো ? চারটা এন্টিবায়োটিকের নাম এবং কোনটা কোন জেনারেশন ?

উওরদাতা: সেফিকক্সিম যেটা এটা সেকেন্ড জেনারেশন , সেপ্রোক্সিম যেটা এটাও সেকেন্ড জেনারেশন তারপরে এমোক্সাসিলিন ফ্লাভিয়ানিক এসিড এগুলাতো অনেক আগের ড্রাগ , এটা জেনারেশন ঐভাবে বলতে পারবো না । এটার আসলে ঐ ইয়ে নাই আপনার জেনারেশন নাই । তারপরেও অনেক দিন ধরে চলতেছে । সেফিক্সিমটা যেটা বললাম আপনাকে সেফিক্সিম গ্রুপ যেটা।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: সিপ্রোক্সিম বা সেফিক্সিম এটার জেনারেশন আছে ফাস্ট জেনারেশন বা থার্ড । এটা মোস্ট প্রোবাবলি সেম জেনারেশন ।

প্রশ্নকর্তা: মানে থার্ড জেনারেশনের পরে কি মার্কেটে কোনো জেনারেশন আসছে?

উওরদাতা: হ্যা আসছে ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: অনেক আসছে । যেমন এটা হল , এটা যেমন আমরা যেটা ব্যবহার করি থার্ড জেনারেশন আসতেছে অনেক ইনজেকশন ফর্মে আসতেছে । এগুলা ইনজেকশন ধরনের আমরা প্রেকটিসে খুব একটা লিখি না । হাসপাতাল গুলো তে এগুলা বেশী লেখা হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । কোন নির্দিষ্ট রোগীকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কি হবে না এই সিদ্ধান্ত বা ডিসিশনটা আপনি কিভাবে নেন?

উওরদাতা: আমি খুব প্রোপারলি এন্টিবায়োটিক ইউজ করি । এক নাম্বার কথা ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা একটু জিসিশনটার বিষয়ে প্রোপারলি ---?

উওরদাতা: কারন আমরা যারা ডাক্তার সচেতন ডাক্তার সবাই আমরা একটা জিনিস এটা অমরা ফিল করি যে এন্টিবায়োটিক একটা আমাদের জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ । এটার যেন সিম ইউজ না হয় । কারন প্রেকটিক্যালি দেখলে অনেক এন্টিবায়োটকি রেজিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে । মিস ইউজের জন্য । তারপরে পত্রিকায় টেলিবিশনে আমরা দেখতেছি যে এন্টিবায়োটিক গুলা রেজিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে । প্রায়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি । সেজন্য এটা খুব চেলেঞ্জ ব্যাপার । বা এন্টিবায়োটিক যেগুলা আমরা কমন ইউজ করি , সেগুলা যদি রেজিসটেন্স হয়ে যায় তাহলে আমরা কিভাবে চিকিৎসা করবো?

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি মনে করেন যে এন্টিবায়োটিকের যে দাম বা বাজার দর এটা সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে বা সহজে কিনতে পারে?

উওরদাতা: আসলে মানে ডে বাই ডে এন্টিবায়োটিকের দাম গুলা বাড়তেছে । বাড়ে যাচ্ছে তো এটা মানে কম্পানীগুলা ডে বাই ডে বাড়ছে । তবে এগুলা এন্টিবায়োটিক গুলা তবে আমার মতে একটু বেশী । জনগনের জন্য এটা একটু প্রবলেম হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর একটু কম থাকলে তাইলে ভালো হয় ।

(১০:০৩)

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি মনে করেন যে কনজুমার বা যিনি প্রেসেন্ট যে পরিমান টাকা এন্টিবায়োটিকের পেছনে ব্যায় করছে সে পরিমান বেনিফিট বা সুবিধা সে পেয়ে থাকে ? বা পাচ্ছে?

উওরদাতা: এটা আসলে মনে করেন ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপর , আমি স্পেসিফিক একটা পেসেন্টের জন্য কোন এন্টিবায়োটিক দরকার, কতদিন দরকার আমি সেইটাই দিব সেক্ষেত্রে সে বেনিফিট পাবে । এখন কেউ যদি মনে করেন তার দরকার না তাও বেশী দামের এন্টিবায়োটিক দিল বেশী দিন ইউজ করলো তখন তো সে তার লস তো হবেই । প্রপারলি যদি এন্টিবায়োটিক দেই তাহলে আমি মনে করি না যে তার লস হচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা: আপনার যে প্রেসক্রিপশন সেখানে অন্যান্য সাধারন ঔষুধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকে কি বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিকে প্রাধান্য দেই এটা সবক্ষেত্রে না । মনে করেন যে পেসেন্টটা তার মানে সেটা যদি সে আমার কাছে যখন আসে সে যদি ঐসময় কোনো ইনফেকশন নিয়ে আসে তার মানে যদি ডিজিসের সাথে কোনো ইনফেকশন থাকে , সেক্ষেত্রে ঐটাই প্রাথমিক ভাবে দিয়ে থাকি । তারমানে তার ডাইবেটিস আছে । তার সাথে তার ইনফেকশন দুইটাই । সেখানেতো পাশাপাশি ডায়বেটিসের চিকিৎসাও প্রপারলি করতে হবে। সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকটা প্রধান্য দিয়ে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা: প্রকৃতি বা নেচার?

উওরদাতা: রোগীর সে অসুখ ঐটা নিয়ে আসছে , তার জ্বর আসতেছে, প্রচুর জ্বালা পড়া করতেছে । তখন আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম তার প্রসাবে ইনফেকশন । তার ডায়বেটিস ও চেক করলাম সেখানে আমরা রোগীকে দুইটাই চিকিৎসা দিবো । ডায়বেটিসটাও যেন তার কনট্রল থাকে এখানে তার গুরুত্ব পূর্ণ প্রেসাবে ইনফেকশন এর জন্য এক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক গুরুত্বপূর্ণ । এজন্য আমরা এটাকে তখন গুরুত্ব দিয়ে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা: অন্যান্য যে সাধারন ঔষুধ তার সাথে এন্টিবায়োটিকের ডিফারেন্সটা কি? পার্থক্যটা কি আমাকে একটু যদি খুলে বলেন ?

উওরদাতা: ডিফারেন্স এন্টিবায়োটিকটাতো আপনের সারটেন সময়ের জন্য । সাতদিন হতে পারে দশদিন হতে পারে । চোদ্দদিন হতে পারে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানে বেশী থাকে । সেটা খুব রেয়ার । এটার পর এন্টিবায়োটিক বন্ধ হয়ে যাবে সে আর খাবে না, কিন্তু সাধারন যে ঔষুধ তার যদি হাইপারটেনশন থাকে তার ঔষুধ সারাজীবন চলবে , তার যদি ডাইবেটিস থাকে তাহলে সারাজীবন চলবে । গ্যাস্টিক এর ঔষুধ সে সবসময় খায় ---

প্রশ্নকর্তা: এটা সাধারন ঔষুধ?

উওরদাতা: হ্যা সাধারন ঔষুধ। সেগুলা সে খেয়ে যাবে কনটিনিউ । এন্টিবায়োটিক একটা সময়ের জন্য । সেটা খেয়ে ভালো হয়ে গেলে তার ঐটা আর লাগবে না ।

প্রশ্নকর্তা: দামের ক্ষেত্রে বা দুইটার মেডিসিনের যে একসেন বা এটার ক্ষেত্রে কোনো ডিফারেন্স ? প্রাইসের ক্ষেত্রে বা একসনের ক্ষেত্রে বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য আছে কিনা ? এন্টিবায়োটিক ও সাধারন ঔষুধ ?

উওরদাতা: সাধারন ঔষুধ মনে করেন সাধারন ঔষুধের ও অনেক রকম দাম আছে এখন । যেমন মনে করেন ডাইবেটিসের ঔষুধ হাইপারটেনশনের ঔষুধ , ওগুলাও কিন্তু মানে আর কি ; যাদের ডাইবেটিসটা খুব বেশী । প্রেসার বেশী তাদের কিন্তু যে ঔষুধগুলো দেয় তার দাম বেশী । কিন্তু ওদের লাইফ লং খেতে হবে সারাজীবন। এন্টিবায়োটিক তো অল্প সময়ের জন্য । সেটা মনে করেন তার লাইফে প্রয়োজনের জন্য । হয়তো কিছু সময়ের জন্য ঐ সময়টা বেশী লাগতেছে , কিন্তু ঐটাতো ফর সাম সার্টেন সময়ের জন্য । তারপরতো সে ঐটা আর খাবে না ।

প্রশ্নকর্তা: লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বলে আপনাকে রিকোয়েস্ট করে? যে ডাক্তার সাহেব আমাকে এন্টিবায়োটিক দেন ?

উওরদাতা: বললে পরেও আমি লেখে দেই না । অনেক সময় রোগী এসে বলে যে আমার স্যার ঠান্ডা লাগছে কাশি হইছে ; আমাকে আজকেই কিছুক্ষন আগে একজন রোগী আসছিল রোগীর এটেন্ডেন্স সে বলতেছে আমার কাশি হইছে আমাকে ঔষুধ দেন কিছু । আমি বলছি কাশি হইছে ঠান্ডা কাশ নরমাল সিরাপ খান এটা খেলে চলে যাবে । সে বলতেছে এন্টিবায়োটিক দেন । আমি বলি যে না আপনার এন্টিবায়োটিক লাগবে না । আমি তাকে এন্টিবায়োটিক লেখে দেই নাই । আমি কখনো করি না ।

প্রশ্নকর্তা: মানে প্রায় সময়কি রোগীরা বলে এরকম ?

উওরদাতা: প্রায় সময় বলে না । প্রায় সময় না । খুব ওকেশন্যাল বলে।

প্রশ্নকর্তা: একদম িকবাই নেমে বলে যে আমাকে এই এন্টিবায়োটিকটা দেন? আমি আগে খাইছি বা ----?

উওরদাতা: ঐ রকম বলে না খুব রেয়ার । এই ঘটনা খুবই রেয়ার। রোগীরা বলে সাধারনত এন্টিবায়োটিক আমি বলি না । স্যার আমার ঠান্ডা লাগছে কাশ হইছে আমাকে ঔষুধ দেন । খুব কম বলে যে আমাকে এন্টিবায়োটিক দেন ।

প্রশ্নকর্তা: বা অনেক দিন ভালো ছিলাম । আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: সেটা খুব কম এবং সেক্ষেত্রে আমি যদি মনে করি তাহলে তাকে এন্টিবায়োটিক দেই , শুধু তখনই তাকে এন্টিবায়োটিক দেই । আদার ওয়াইজ লেখবো না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । খুবই ভালো । আচ্ছা । এখন যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি একটু ঝুকি বিষয় সম্পর্কে , ঝুকি সমূহ নিয়ে । তো এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স বিষয় সম্পর্কে । এই বিষয়টা যদি আপনি একটু খুলে বলেন ? এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এইটা আসলে কি বুঝায় ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স বলতে এন্টিবায়োটিক মনে করেন যে ,, যেই জীবানুগুলা সে ধরেন একজন পেসেন্টের ইউরিন বা প্রসাবে ইনফেকশন হল , কমন একটা অসুখ আমাদের দেশে এখন ওখানে যে কিছু জীবানু আছে বিশেষকরে ইকোলাই । আর কিছু জীবানু আছে । এখন দেখা গেল এই জীবানু গুলা যে ঔষুধ গুলা হয়তো সিপ্রোফ্লক্সাসিন যেটা বললাম , এই প্রথম প্রথম যখন পিপ্রোফ্লক্সাসিন আসে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

(১৫:১৭)

উওরদাতা: তখন এই সিপ্রোফ্লক্সাসিন এন্টিবায়োটিকে ভালো কাজ করতো । তাই তখন আমরা রেনডমলি ইউজ করতাম সিপ্রোফ্লক্সাসিন । সিপ্রোফ্লক্সাসিন নামতো শুনছেন ?

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ শুনছি ।

উওরদাতা: সিপ্রোফ্লক্সাসিন নামে পোপুলার । উইজ করতাম তখন দেখা যাইতো এই ঔষুধটা দিলেই সাতদিন পর আমরা দেখতাম রোগী ভালো হইছে । প্রেসক্রাইব করতাম । এখন সবসময়তো আমরা ক্যালচার করে চিকিৎসা দেই না। আসলে রেজিসটেন্স করে দেখতে হলে ক্যালচার দেখতে হয় ইউরিন ক্যালচার । এটা বাহাওোর ঘন্টা সময় লাগে, ক্যালচার করলে ওখানে আসচে যে কোন কি জীবানুটা পাওয়া গেল এবং ঐজীবানুর জন্য কি কি ঔষুধ দিলে সে জীবানুটা ভালো কিল হবে , আর কি ঔষুধ তার রেজিসটেন্স হবে , কাজ করতেছে না এভাবে আমরা দেখি । এটা আসলে ডে টু ডে প্রেকটিসে সবসময় করা হয় না। সাধারনত মনে করেন এটা আসলে ঢাকাতে বেশী করা হয় ডিগ্রি কলেজ গুলোতে বড়বড় ইনস্টিটিউটে করা হয় । আর এটাতো বাইরের যে ক্লিনিক গুলাতে এই সুযোগ নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: আই.সি.ডি.ডি.আর.বি প্রজেক্ট আছে তারা করে । এটা দেখে দিলে আরো ভালো হয় । তো আপনি যেটা বললেন একটা হল যে আমরা দুই ভাবে বুঝি রেজিটেন্সটা । একটা হল আমরা প্রেকটিক্যালি বুঝি , যে উনিকে ঔষুধ দিচ্ছি তাকে আমি ঔষুধ দিলাম তারপর দশদিনপর আসতে বললাম প্রেসক্রাইব করে দেখলাম যে ঐ একই রকমই আছে । রোগীর জ্বর কমে নাই তাইলে বুঝলাম সে রেজিসটেন্স ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি।

উওরদাতা: আর একটা হল ঐযে ক্যালচার করে । যেটা আবার পাঠাতে হবে ভালো ল্যাবে । তখন দেখলাম যে না এন্টিবায়োটিকে কাজ করতেছে না । এভাবে আমরা রেজিসটেন্স বুঝি । ক্লিয়ার হইছেন আপনি ব্যাপারটা?

প্রশ্নকর্তা: হ্যা । যখন বুঝতে পারেন যে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে আপনারা কি করেন ?

উওরদাতা: ঐসে ক্ষেত্রে আমরা ঐযে ক্যালচার করি ।

প্রশ্নকর্তা: ও ক্যালচার করেন ?

উওরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঐক্ষেত্রে ক্যালচার করি যে ঔষুধ দিলাম কাজ হচ্ছে না । তখন আমরা ক্যালচার করি ক্যালচার করার পর যেটা আমরা দেখি যে রেজিসটেন্স সেটা না দিয়ে যেটা সেন্সসেটিভ ঐজীবানুর জন্য সেই ড্রাগটা আমরা ইউজ করি ।

প্রশ্নকর্তা: এই রেজিসটেন্স যে হয়ে যাচ্ছে এটা বন্ধ করার জন্য মানে কি করা যেতে পারে?

উওরদাতা: এটা বন্ধ করার জন্য এক নম্বার হল যে-----

প্রশ্নকর্তা: তার আগে , সরি যদি একটু বলেন যে কি কারনে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্সটা হয়ে থাকে আসলে ?

উওরদাতা: রেজিসটেন্স এক নাম্বার কারন যেটা ড্রাগ মিস ইউজ । মনে করেন হয়তো তার এন্টিবায়োটিক লাগবেই না , তাকে আমরা এন্টিবায়োটিক দিলাম । ঠান্ডা জ্বর নিয়ে আসলো এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম ; এভাবে মিস ইউজ এর জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: মিস ইউজ, আচ্ছা । আচ্ছা ।

উওরদাতা: তারপরে প্রপার ডোজ , প্রপার ডিউরেশন কতদিন খেতে হবে ; এগুলা মেনটেইন যদি না করা হয় সে ক্ষেত্রে রেজিসটেন্স হবে ।

প্রশ্নকর্তা: তো এটা বন্ধ করার জন্য কি করা যায় ?

উওরদাতা: এটা বন্ধ করার জন্য আমাদের এটা সব লেভেল থেকেই সচেতন হতে হবে । সচেতনতা বাড়াতে হবে । সাধারনত ডাক্তার সাহেবরা প্রায় প্রেসক্রাইব করে এন্টিবায়োটিক । ডাক্তারের পাশাপাশি যারা এই পল্লী চিকিৎসক তারপরে আরও মেডিকেল এসিসটেন্ট এরাও কিন্তু অনেক রোগী দেখে । তো আমার মনে হয় সে লেভেলে আপনাদের গুরুত্ব দাওয়া বেশী প্রয়োজন । যারা পল্লী চিকিৎসক , যারা মেডিকেল এসিসটেন্ট , যারা রোগী দেখে । তাদের ক্ষেত্রে এটা তাদের ব্যাপারে মানে তাদের সাথে বসে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে বুঝানো উচিৎ যে এন্টিবায়োটিক প্রোপারলি ইউজ করা প্রয়োজন আমাদের যততো ভাবে এনিটবায়োটিক না । যখন প্রয়োজন সঠিক মাত্রায় সঠিক ডোজে দিতে হবে । সেটা এবং এইটা একটা ব্যাপার আর এটার আসলে অনেক কিছু করতে হবে , আপনার টেলিভিশনে প্রোগরাম করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: মাস মিডিয়া যেটা ?

উওরদাতা: মাস মিডিয়া করতে হবে । পেপারে আসবে , তারপরে এই বিভিন্ন সেমিনার এই ডিগ্রি কলেজ গুলাতে সেমিনার হবে । বিভিন্ন এইযে তারপরে আপনার বিভিন্ন কম্পানী আছে তারা বিভিন্ন জায়গায় সেমিনার করে । মানে থানা লেভেলে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ইউনিয়ন পর্যায়?

উওরদাতা: হ্যা ইউনিয়ন পর্যায়ে , তাদের সেমিনার মাধ্যমে ঢাকা থেকে প্রফেসার যারা এই লাইনে কাজ করতেছে তারা এসে যদি এগুলা নিয়ে বলেন তাহলে এটা অনেক স্যাক্সসফুল হবে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে সঠিক নিয়ম নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের চেলেঞ্জগুলো কি কি মানে আপনি একজন পেসেন্টকে সাপোস এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করলেন যে একটা রুটিন নিয়ম মাফিক যে মেডিসিনটা খাওয়া এটা খেতে গিয়ে কি কি ধরনের চেলেঞ্জ সে ফেস করতে পারে ?মানে আপনার কাছে কি মনে হয়?

উওরদাতা: চেলেঞ্জ আসলে ঐরকম কিছু নাকিন্তু যেটা হয় সেটা হল রোগীরা অনেক সময় ভুল করে ।

প্রশ্নকর্তা: যেমন কি ধরনের ?

উওরদাতা: যেমন মনে করেন তার আট ঘন্টা পরপর খাওয়ার কথা সে আট ঘন্টা পরপর না খাইয়া সে হয়তো দুইবার খাচ্ছে । তাইলে তারতো এটা মেনটেইন হচ্ছে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আ্চ্ছা ।

(২০:০৯)

উওরদাতা: এটাই চেলেঞ্জ , তারা হয়তো তার দশদিন খাওয়ার কথা সে হয়তো পাঁচদিন খাইয়ে ঔষুধ বন্ধ করে দিসে ।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কাছে পেসেন্ট সেই ধরনের পান আপনি ?

উওরদাতা: হ্যা পাই ।

প্রশ্নকর্তা: সেক্ষেত্রে মানে কি বলেন তাদের কে ?

উওরদাতা: সেক্ষেত্রে তো আমি বলি যে এইযে আপনি ঔষুধ খেলেন এটাতো আমি লেখছি যে কয়দিন আপনি খেলেন না । পরে বলে আমি তো বুঝি নাই এজন্য রেখে দিসি । বা তাই যেভাবে খাওয়া দরকার খাই নাই । তখন আমাদের প্রবলেম হয় । তখন আমরা আবার হয়তো যদি তার যদি ঔষুধ , মানে যে প্রবলেম এর জন্য আসছে সে সেটা যদি ভালো না হয় তাহলে অলটারনেটিভ

এন্টিবায়োটিক দেই । তখন ভালো করে তাকে বুঝিয়ে বলি । এবার কিন্তু ভুল করবেন না। হৈ ভাবে বলছি ঐ ভাবে খাবেন । তখন সে বুঝে ।

প্রশ্নকর্তা: এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ নিয়ে মানে আপনি কি সাধারন ঔষুধ বা বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এধরনের কোনো পর্যবেক্ষক বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সম্পর্কে জানেন ? যে মানে যারা এন্টিবায়োটিক বা ইয়েটা দেখে পর্যবেক্ষন করে ? ব্যবহার প্রেসক্রাইব দেখে?

উওরদাতা: না এরকমতো জানা নাই ।

প্রশ্নকর্তা: জানা নাই , না? এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো সরকারী নীতিমালা সম্পর্কে আপনি জানেন ? কোনো নীতিমালা আছে কিনা সরকারের ?

উওরদাতা: নীতিমালা সরকারী পর্যায়ে নীতিমালা ---

প্রশ্নকর্তা: মানে আছে কিনা ? আপনার কাছে মানে --?

উওরদাতা: আমাদের কাছেতো এমন কোনো ইনফরমেশন নাই ।

প্রশ্নকর্তা: এমনে ড্রাগ সুপার বা ড্রাগ স্টেশনের থেকে কেউ আসে কিনা কোনো সময় আপনাদের সাথে কোনো কথা বার্তা বলার জন্য?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিকের ব্যাপারে ?

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক বা মেডিসিন হ্যা স্পেশালি এন্টিবায়োটিক ।

উওরদাতা: এমন কেউ আসে না ।

প্রশ্নকর্তা: আসে না , আচ্ছা আসে না । আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা বা নৈতিক আচরন বিধির প্রয়োজন আছে ?

উওরদাতা: অবশ্যই আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা, কেন ?

উওরদাতা: এটা খুবই ইমপরটেন্ট ।

প্রশ্নকর্তা: কেন ?

উওরদাতা: ঐযে যেটা বললাম আমাদের এন্টিবায়োটিক মানে অনেক এন্টিবায়োটিক ভালো লাইভ সেভিং এন্টিবায়োটিক সেগুলা আমাদের রেজিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে । আমরা কিন্তু এব্যাপারে খুবই উর্দিগ্ন । এক বাক্যে এন্টিবায়োটিক অবশ্যই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি করা যাবে না । এই নীতিমালা তো অবশ্যই থাকতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: এই নীতিমালা কি মানতেছে? প্রেকটিসটা মানে কি ---?

উওরদাতা: এটা মানতেছে , মানে এটাতো আসলে এরকম নীতিমালা বাংলাদেশে এগুলাতো আসলে অনেকেতো আমরা শুনি যেমন রোগীরা এমন নিয়ে আসে ঔষুধ কিনা বাইরে থেকে , মানে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই তারা কিনে খাইতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি মনে করেন এমন কোনো ডঃ বা সেবা প্রদানকারী আছেন যিনি অযৈক্তিক ভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকেন । হয়তো এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন নাই কিন্তু সে এন্টিবায়োটিক সরাসরি প্রেসক্রাইব করে দিচ্ছে ? কোনো ডঃ ?

উওরদাতা: না ঐরকম পারটিকুলার কোনো ডঃ বা সেবা প্রতিষ্ঠান আমার নাম জানা নাই । তবে এটা আমি রোগীদের সাথে কথা বলে আমি যতটুকু জানি যে তারা এরকম অনেক সময় নিজেরাই কিনে খায় । বা অনেক সময় দেখি একটা কাগজে দেখি কোনো ডাক্তারের নাম টাম লেখা নাই কিন্তু এন্টিবায়োটিক লেখা আছে । দেখি অনেক , এই ভাবে বুঝি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: কিন্তু ঐভাবে কোনো স্পেসিফিক কোনো ডাক্তার বা কোনো প্রতিষ্ঠানের আমার জানা নাই যে এন্টিবায়োটিক কিভাবে লিখতেছে বা কি করতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে রোগীর লাভের চেয়ে সরবরাহকারী মানে যিনি দিচ্ছে তার বেনিফিটের জন্য অনেক সময় এন্টিবায়োটিক দেওয়া হতে পারে ? এটা কি আপনার কাছে মনে হয়? মানে যিনি প্রেসক্রাইব করছে তার কোনো ফার্মেসি আছে বা যেকোনো ভাবে সে বেনিফিটেট হতে পারে সেই সেন্সে সে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করছে ?

উওরদাতা: সেটাতো আসলে মনে করেন --- ।

প্রশ্নকর্তা: কথা বলছিলাম যে আসলে প্রেসক্রাইব করছেন উনার যেকোনো ধরনের বেনিফিটের জন্য মানে এন্টিবায়োটিকটা প্রেসক্রাইব করতে পারে বা লিখে থাকেন এধরনের কি মনে হয়?

উওরদাতা: আসলে আমি মানে আমাদের একজন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার এবং যারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমি বিশ্বাস করি না তারা এই কাজ করবে ।

প্রশ্নকর্তা: কেন বিশ্বাস হয় না যে তারা --?

উওরদাতা: না তারা , আমি বিশ্বাস করি না এই কারনে কারন তারা এটা জানে এন্টিবায়োটিক প্রপার ইউজ করতে হবে । প্লাস এটা রেজিসটেন্স যেন না হয় এই ব্যাপারে তার সচেতন আছে এই জন্য আমি বিশ্বাস করি না । তারা অন্ততো করবে না । অন্য কেউ করে থাকলে করতে পারে কিন্তু তারা করবে না । কোয়ালিফাইড ডাক্তাররা ।

প্রশ্নকর্তা: যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা মানে সেটা হচ্ছে যে রোগীর লাভের চেয়ে এন্টিবায়োটিক যিনি প্রেসক্রাইব করছেন তার বেনিফিট ? যেকোনো ভাবে সে বেনিফিটেড হতে পারে হয়তো সে সেন্সে সে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে কিনা ? তো আপনি বলছিলেন যে আপনার জানা মতে কোনো এম.বি.বি.এস. ডঃ সাধারনত এই কাজ করবে না । তো কেন আপনার কাছে মনে হয় যে একজন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার এটা করবে না ?

উওরদাতা: এম.বি.বি.এস. ডাক্তার বা মানে যারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তারা করবে না এই কারনে মনে হয় কারন তারা ভালো করেই জানে যে এন্টিবায়োটিক প্রপারলি ইউজ করতে হবে । এবং আমরা যদি প্রপারলি ইউজ না করি তাহলে আমাদের এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে যাবে । তারা এটা ভালো খারাপ যানে । তারা যখন লেখাপড়া করছে এজন্য যানে । যখন তারা প্রেকটিস করতেছে তখন তারা জানে । কাজেই তারাতো এটা করতে পারে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনার কাছে কি মনে হয় একটা প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে যথাযথ পরামর্শ যাতে সঠিক ভাবে লেখা হয় তার জন্য কি কি ধরনের ব্যবস্থা নাওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন ? একটা যে প্রেসক্রিপশন এটার মধ্যে এন্টিবায়োটিকের রুলসটা যেন এপ্রোপ্রিয়েটলি লেখা হয় এজন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে ?ধরেন আপনি এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করছেন এর মধ্যে কোন কোন বিষয় গুলা বা দিক গুলা খেয়াল রাখতে হবে ?

(২৫: ৪০)

উওরদাতা: মানে বিশেষ কইরে এন্টিবায়োটিকটা মানে আমরা ঐ লেখাটা স্পষ্ট করে লেখে দিতে হবে । মানে ঐ সময়টা এবং কতদিন খাবে ?এবং সাধারনত এন্টিবায়োটিক খাওয়ার আগে খেতে হয় । কারন সেটা এবসরবেশনের জন্য । এটা আমরা অনেক সময় মুখে বলে দেই । এটাই আর কি ।

প্রশ্নকর্তা: আর কোনো ধরনের দিক নির্দেশণা বা কিছু কি দেওয়া যেতে পারে মানে ধরেন আমরাতো এজইউজিয়াল প্রেসক্রিপশনে দেখি , আমরা একটু ডিফারেন্টলি ক্রিয়েটিভ কিছু চিন্তা করছি যে আরো কিছু হলে আরোরিচ হতে পারে জিনিসটা আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি একটু বলেন ?

উওরদাতা: না, অনেক সময় মানে রোগীদের বলে দেই যে অনেক সময় এন্টিবায়োটিক খাইলে একটু বমি বমি ভাব লাগতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে সাইড এফেক্টটা?

উওরদাতা: এটা আগেও বলেছি আবার বলতেছি অনেক এন্টিবায়োটিকে প্রেসেন্টের রিয়েকশন হয় , র‍্যাস হয় , লাল হয়ে যায় । কোনো কোন ক্ষেত্রে তো অনেক মারাত্মক রিয়েকশন হয় । আমরা তখন বলে দেই যে এই এন্টিবায়োটিক খেয়ে যদি শরীরে যদি দেখেন লাল লাল র‍্যাস র‍্যাস হচ্ছে , চুলকাচ্ছে তাহলে এটা বন্ধ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন । বুঝতে পারছেন আমরা এটা বলে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তে সেক্ষেত্রে আপনারা যখন তারা আবার আপনাদের কাছে আসে তখন কি করেন আপনারা ?

উওরদাতা: তখন আমরা ঐ এন্টিবায়োটিকটা আর দেই না । তখন আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনার যে এন্টিবায়োটিক দিছিলাম ঐ এন্টিবায়োটিক কি এর আগে খেয়েছেন কিনা ?বা খাওয়ার পর এই ধরনের হইছে কিনা ? যদি বলে যে এই এন্টিবায়োটিক আমি আগেও খাইছি তখন আমরা বুঝি যে এই এন্টিবায়োটিক তার জন্য হাইবার সেন্সিটিভ বলি আমরা এটা । এই ঔষুধ আর খাওয়া যাবে না । তখন আমরা তাকে বলে দেই লেখে দেই যে আপনি এই ধরনের এন্টিবায়োটিক আর আপনি কখনো খাইবেন না । এবং আপনি যখন ডাক্তারের কাছে যাবেন তখন আপনিকে এন্টিবায়োটিক দিতে আপনি তখন বলবেন যে এই এন্টিবায়োটিক আমার জন্য দিলে আমার রিয়েকশন হয় ।

প্রশ্নকর্তা: সমস্যা হয় । রিজেকশন হয় আচ্ছা ।

উওরদাতা: হ্যাঁ । তখন এইটা বলে দেই এবং আমরা তখন অলটারনেটিভ অন্য এন্টিবায়োটিক দেই যেটা তার জন্য সুইটেবল হবে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । আপনি কি মনে করেন ড্রাগ কম্পানী বা ঔষুধ কম্পানী গুলা আপনাদেরকে এন্টিবায়োটিক ব্যভহারের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েন্স করে ?বা প্রভাবিত করে?

উওরদাতা: এটা আমি ব্যাক্তিগত ভাবে মনে করি না ।

প্রশ্নকর্তা: কেন ?

উওরদাতা: আমি ব্যাক্তিগত ভাবে মনে করিনা কারন আমি তো একদম অথেনটিক প্রেকটিস করি । কারন তারা আমাকে এন্টিবায়োটিক তারা বলবে যত নতুন নতুন এন্টিবায়োটিক আসবে তারা প্রোমশন করবে আমরা জানি । এখন আমি যেহেতু তার যে প্রেসেন্টটা আসে তার রোগ ডায়াগোনাইসিস করি । যার জন্য এন্টিবায়োটিক দরকার তাকেই শুধু এন্টিবায়োটিক দিব । যেমন মনে করেন একটা পেসেন্ট আসলো জ্বর নিয়ে তার ভাইরাল ফিবার । এখানে এন্টিবায়োটিক এর রোল নাই তাকেতো আমি এন্টিবায়োটিক দিবো না । এটা আমি পারসোনালি বলতেছি যে আমাকে কোনো ইনফ্লুয়েন্স করে না্ এবং কোনো দিন করবেও না ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু তারা কি বলে ? বলে কিনা ? মানে যখন বলে দেখা যাচ্ছে যে মেডিকেল রিপ্রেসেনটেটিভ বা -- ?

উওরদাতা: না মেডিক্যালের কেউ এভাবে করবে না । তারা কেউ বলে তাদের কথাটা যে স্যার এই ঔষুধটা আমাদের নতুন আসছে এটার এই ইনডিকেশন এই ঔষুধটার এই এটা । মানে তারা আমাদেরকে কখনো ইনফ্লুয়েন্স করে না ।

প্রশ্নকর্তা: স্পেসিয়ালি এন্টিবায়োটিকের জন্য ?

উওরদাতা: না এরা কোনো ইনফ্লুয়েন্স করে না । তারা আমাদেরকে মেসেজটা দেয় । তাদের প্রোমশন দেয় যে স্যার আমাদের এই এন্টিবায়োটিক এই এই কাজ করে । আমরাতো এগুলা জানি তারাও বলে । নতুন নতুন এন্টিবায়োটিক এলে আমরাও একটু জানার চেষ্টা করি । কিন্তু তারা আমাদের কখনো ইনফ্লুয়েন্স করে না । আর আমরা নিজেরাও ইনফ্লুয়েন্স হবো না । এই কারনে হবো না কারন আমরা একটা পেসেন্ট কে যার প্রয়োজন তাকে আমরা এন্টিবায়োটিক দিবো ।

প্রশ্নকর্তা: সেটাই ।

উওরদাতা: আমিতো ঐটাআমার শিক্ষা ঐটা আমার চিন্তা , যে আমি প্রোপার এন্টিবায়োটিক ইউজ করবো । আমি টেবিলে বইসা রোগী দেখবো এইটাই । তারা আমাকে প্রভাবিত করে না আর তারা আমাকে প্রভাবিত করার জন্য বলবে ও না ।

প্রশ্নকর্তা: ওদের ড্রাগ সম্পর্কে ওদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে ওরা সাধারনত বলে থাকে ?

উওরদাতা: হ্যাঁ । বলে থাকে ওরা ডিটেলিং করে , নতুন এন্টিবায়োটিক বের হলে বলে এটা স্যার এটা নতুন আসছে । আমরা তখন ইউজ করি বা ইয়ে করি । কিন্তু তারা ঐভাবে বলবে না ।

প্রশ্নকর্তা: স্পেসিফিক এরকম বলে না ?

উওরদাতা: না না কখনো বলে না । যে স্যার এটা লিখে দিবেন , নাহ ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা লোকজন বিশেষ করে পেসেন্ট এন্টিবায়োটিক নেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় যেতে বেশী পচ্ছন্দ করে সরকারী হাসপাতাল বেসরকারী হাসপাতাল? অথবা আপনাদের কাছে আসতে পচ্ছন্দ করে? মানে স্পেসিয়ালি এন্টিবায়োটিকতো সব জায়গায় সরকারী গভঃমেন্টে ও দেয় এবং প্রাইভেটে হয়তো হোপ ফুলি কিছু দেয় , আপনারাওতো প্রেসক্রাইব করেন?

উওরদাতা: হু।

(৩০:০৯)

প্রশ্নকর্তা: সেক্ষেত্রে তারা কোথায় যেতে পচ্ছন্দ করেন ?

উওরদাতা: তারা আমাদের কাছে যারা আসে প্রায় ডাইবেটিসে যারা আসে তারা সাধারনত বাজার থেকে কিনতেই বেশী পচ্ছন্দ করে । আর সাধারনত তাদের তো এখানে মানে তারা ওখানে ডাক্তার না দেখালে ঐখান থেকে দিবেও না এটা নিয়ম আছে , তারা সাধারনত বাজার থেকে কিনে নেয় ।

প্রশ্নকর্তা: বাজার থেকে কিনে নেয় । আপনার এখানে এটা জাস্ট একটু নলেজ এর বিষয় এন্টিবায়োটিক বা ক্লিনিক্যাল বর্জ যেগুলা এখানে ধরেন প্রতিদিন ল্যাবসে আপনার এখানে চেম্বার শেষে যে ক্লিনিক্যাল ওয়েসটেজ যেগুলা জমে সেগুলা আপনি কোথায় জিসপোজ করেন এগুলা ?

উওরদাতা: সেগুলা আমরা মানে এই অপরিস্কার জিনিস গুলা ?

প্রশ্নকর্তা: জি জি জি ।

উওরদাতা: এগুলা আমরা এই আমাদের ক্লিনার আছে অলাদা সে এগুলা বাইরে নিয়ে যে পৌড়সভা যেখানে সব বর্জগুলা যেখানে রাখে সেখানে নিয়ে ফেলে ।

প্রশ্নকর্তা: এইখানে কোথায় রাখেন ? মানে ক্লিনিক থেকে চেম্বার থেকে বের হয়ে ময়লা গুলা কোথায় থাকে প্রথমে ?

উওরদাতা: ময়লাগুলা ক্লিনিক থেকে বের করে ঐগুলাতো কালেকশন মনে করেন রাখে , রেখে যেখানে নির্দিষ্ট জায়গা আছে বর্জ ফেলার ঐখানে নিয়ে রেখে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: তারপরে ঐটা সেন্টালি ইয়েতে চলে যায়?

উওরদাতা: হ্যাঁ ঐটা পৌড়সভা যারা আছে ।

প্রশ্নকর্তা: সেন্টালি ক্লিনিক্যাল ওয়েসটেজ ঐটা ডিসট্রয় করার কোনো কিছু কি আছে এখানে এই ধরনের ?

উওরদাতা: আসলে আমরাতো শুধু চেম্বার করি হাসপাতাল না । হাসপাতাল ক্লিনিক থাকলে এগুলা অনেক কিছু আমরা শুধু রোগী দেখি তো আমার এটা শুধু চেম্বার ।

প্রশ্নকর্তা: ছোট খাট ড্রেসিং বা মাইনর কোনো ?

উওরদাতা: না এখানে তা হয় না । শুধু রোগী দেখি আমরা ।

প্রশ্নকর্তা: মানে আপনার কাছে যে সমস্ত পেসেন্ট আছে এরাকি ধরনের পেসেন্ট সাধারনত ?

উওরদাতা: আমার এখানে মেডিসিনের আমি মেডিসিন প্রেকটিস করি । এখানে কোনো সার্জিক্যাল প্রোসিডিউর হয় না । কোনো অপরেশন হয় না । কাজেই এ ক্ষেত্রে এই ধরনের আমার প্রয়োজন হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: মানে ক্লিনিকটার এমনে কিছু ময়লা ইনজেকশন এই ধরনের কিছু যে ওয়েসটেজ যদি আমরা বলি সেটা যদি জমে সেটা মানে সেটাকে কিভাবে আপনি ডিসপোজ করেন সে ক্ষেত্রে?

উওরদাতা: ঐটাতো বললামই আগে ।

প্রশ্নকর্তা: ও ঐ ভাবে ?

উওরদাতা: হ্যা ঐভাবেই ঐদিন শেষে একটা পাত্র এর মধ্যে রেখে ঐযে আমাদের ক্লিনার আছে ও সেখানে ফেলে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনি কতদিন যাবত এই পেশায় আছেন ? এই প্রফেশনে আছেন ?

উওরদাতা: ফর্ম নাইটি ।

প্রশ্নকর্তা: নব্বই থেকে । আজকে অনেক বছর হয়ে গেছে ।

উওরদাতা: হ্যাঁ অনেক বছর ।

প্রশ্নকর্তা: মানে একাধারে এই প্রোফেশনে প্রেকটিস করছেন ?

উওরদাতা: আমি ঊনিশ বছর কুমুদিনি মেডিক্যাল কলেজে কাজ করেছি । তারপর ঐখান থেকে বের হয়ে এসে এখানে বাইরে প্যাকটিস করতেছি । আজকে আট বছর ধরে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । আপনি কোনো স্পেসিয়াল কোনো টেনিং বা কোনো কিছু কি নিয়েছেন কোনো জায়গা থেকে ?

উওরদাতা: হ্যা আমি এন.আই.সি.বি থেকে জুয়োলোজিতে(৩৩:০৮)

প্রশ্নকর্তা: আর মেডিসিন বিষয়ে ?

উওরদাতা: মেডিসিন বিষয়ে আমি কুমুদিনি মেডিক্যাল কলেজ থেকে টেনিং করছি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো এই ছিল দাদা আমার মোটামুটি আলোচনা । আমাকে অনেক সময় দিলেন । অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনার সুসাস্থ কামনা করি ।

উওরদাতা: আপনার প্রশ্নে আপনি মোটামুটি পেয়েছেন আপনি যা যা জানার দরকার উওর?

প্রশ্নকর্তা: জি জি । তো আমি অসংখ্য ধন্যবাদ যানাই আবারো । আপনাকে এবং আপনার সুসাস্থ কামনা করি । এবং আপনার চেম্বারের সাফলতা কামনা করি । তো ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন । আচ্ছা ।

উওরদাতা: আপনি ও ভালো থাকেন ।

প্রশ্নকর্তা: আসসালামুআলাইকুম ।

উওরদাতা: থেংক ইউ ।